অধ্যায়- ১

কমিউনিটি পুলিশিং এর সংজ্ঞা, দর্শন ও ধারণা

কমিউনিটি পুলিশিং কি?

কোন ভৌগলিক এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে সাধারণ অর্থে কমিউনিটি বলে। বৃহৎ অর্থে কোন বিধিবদ্ধ সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানও কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত। কমিউনিটি পুলিশিং অর্থ কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত পুলিশী ব্যবস্থা (community driven policing system)।

অন্য ভাষায় বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় অপরাধ দমন ও অপরাধ উদ্‌ঘাটন, অপরাধীদের গ্রেফতার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পুলিশ ও ঐ এলাকার জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমস্যা ও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্‌ঘাটন ও বাস্তবায়নের পদ্ধতিই কমিউনিটি পুলিশিং।

সরকারের বিধিবদ্ধ যে সংস্থাটি অপরাধ দমন, অপরাধ উদ্‌ঘাটন, বিচারের জন্য অপরাধীদের গ্রেফতার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সর্বোপরি জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করে তাকেই প্রধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলে। পুলিশই মূলতঃ মৌলিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। পুলিশের ইতিহাস সনাতনী ইতিহাস। যুগের বিবর্তনে পুলিশের সাংগঠনিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রেরও বিবর্তন এসেছে। বৃটেন ও আমেরিকার পুলিশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ঐ সকল দেশের পুলিশ অনেক বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপে আবর্তিত হয়েছে। লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট পিল আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থারও জনক। তিনি সনাতনী পুলিশিং ব্যবস্থাকে গণমুখী (Community oriented) পুলিশিং ব্যবস্থায় রূপান্তরের পক্ষে দর্শন দিয়েছেন। তার

আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থার মূল কথা হল, "পুলিশই জনতা এবং জনতাই পুলিশ" (The police are public and the public are police)। রবার্ট পিলের গণমুখী পুলিশিং এর মূলনীতি হতেই মূলতঃ কমিউনিটি পুলিশিং এর ধারণা আসে।

কমিউনিটি পুলিশিং অর্থ জনগণকে পুলিশের কাজে সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ জনগণের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদি যা থেকে অপরাধ সৃষ্টি হয় তা সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে কমিউনিটি পুলিশিং এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। সকল সংজ্ঞারই মূলকথা জনগণের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমস্যা ও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত জীবনের লক্ষ্যে কাজ করা। The Upper Midwest Community Policing Institute কমিউনিটি পুলিশিংকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করেছে ঃ-

Community policing is an organization wide philosophy and management approach that promotes community, government and police partnerships, proactive, problem solving, community engagement to address the causes of crime, fear of crime and community issues. (অর্থাৎ কমিউনিটি পুলিশিং একটি সংগঠনভিত্তিক দর্শন ও ব্যবস্থাপনা যা জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনগণ, সরকার ও পুলিশের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন ও সমস্যার সমাধানকল্পে অপরাধের কারণ দূরীকরণ, অপরাধ ভীতি হ্রাস ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেয়)।

কমিউনিটি পুলিশিং একটি গণমুখী (community oriented), প্রতিরোধমূলক (proactive) এবং সমস্যার সমাধানমূলক (solution based) পুলিশী ব্যবস্থা ও দর্শন যা জনগণকে সম্পৃক্ত করে জনগণের প্রত্যাশা ও মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

কমিউনিটি পুলিশিং এর বৈশিষ্ট্য ঃ

১. কমিউনিটি পুলিশিং প্রতিরোধমূলক ও সমস্যা সমাধানভিত্তিক পুলিশী ব্যবস্থা।

২. ইহা পুলিশ ও জনগণের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ নিশ্চিত করে।

৩. কমিউনিটি পুলিশিং পুলিশ ও জনগণের সমন্বয়ে উভয়ের নিকট গ্রহণীয় পুলিশী কার্যক্রমের একটি দর্শন।

৪. কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থায় জনগণ এলাকার সমস্যা ও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে পুলিশের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ পায়।

৫. জনগণের নিকট পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

৬. পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

৭. জনগণ পুলিশী কার্যক্রম ও পুলিশের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে জানতে পারে।

৮. পুলিশ ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব কমে এবং জনগণের মধ্যে পুলিশী ভীতি ও অপরাধ ভীতি হ্রাস পায় এবং জনগণ পুলিশকে সহায়তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।

৯. পুলিশ জনগণকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে তাদের অনেক সমস্যা তাদের দ্বারাই সমাধানের পথ বের করার জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

১০. কমিউনিটির সম্পদ (community resource) কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

কমিউনিটি পুলিশিং এর সুফল ঃ

১. পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন ও এলাকার সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২. জনগণের সহায়তায় পুলিশ নির্দিষ্ট এলাকার সমস্যা ও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে পারে।

৩. জনগণের পুলিশের কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় জনগণের প্রত্যাশা ও মতামতের আলোকে পুলিশী সেবা নিশ্চিত করা যায়।

৪. পুলিশ এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ (interaction) বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ পুলিশী কাজের প্রক্রিয়া এবং পুলিশের সীমাবদ্ধতা জানতে পারে।

৫. পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা (mutual confidence), সমঝোতা (understanding) এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা (mutual respect) বৃদ্ধি পায়।

৬. পুলিশ ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পায়। জনগণ পুলিশকে আপন ভাবতে শিখে।

৭. জনগণের মধ্যে পুলিশ ভীতি ও অপরাধ ভীতি হ্রাস পায় এবং পুলিশকে সহায়তা করার জন্য জনগণ উদ্বুদ্ধ হয় ও সাহস পায়। মানুষের মধ্যে পুলিশকে এড়িয়ে চলার প্রবণতাও হ্রাস পায়।

৮. পুলিশই জনতা এবং জনতাই পুলিশ (The police are public and the public are police) এ শ্লোগান বাস্তবে রূপ নেয়।

৯. এলাকার অপরাধ দমন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের সহায়ক শক্তি হিসেবে একটি গণফোরাম তৈরী হওয়ায় অপরাধীরা নির্বিঘ্নে অপরাধ সংঘটনের সাহস পায় না। সমাজে অপরাধ হ্রাস পায়।

১০. সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত হয় এবং জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়।

কমিউনিটি পুলিশিং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. জনগণকে অপরাধ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজের বহুবিধ সমস্যা সমাধানে সম্পৃক্ত করে পুলিশ ও জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি কার্যকর ও টেকসই গণমুখী পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২. জনগণের প্রত্যাশা ও মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়ে সমস্যা ও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের পরিকল্পনা ও বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নেয়া।

৩. অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশকে সহায়তা করার দর্শন ও সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং পুলিশের কাজে জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

৪. অপরাধ ও সামাজিক অবিচার, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৫. জনগণের মধ্যে নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জাগরণ করা।

৬. পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করা এবং একটি সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৭. পুলিশের কার্যপদ্ধতি এবং কর্তব্য পালনে পুলিশের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে জনগণকে অনুধাবন করার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তার আলোকে পুলিশকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. অপরাধ দমন ও সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানে জনগণকে ক্ষমতায়ন করা এবং জনকল্যাণে কমিউনিটির সম্পদের (community resource) সদ্ব্যবহার ও জনগণের মেধাকে কাজে লাগানো।

৯. জনগণের মধ্যে পুলিশী ভীতি ও অপরাধ ভীতি হ্রাস করে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করা এবং পুলিশকে আপদে-বিপদে তাদের

আপন লোক বলে জনমনে বিশ্বাস জন্মানো।

১০. পুলিশের সনাতনী মানসিকতার পরিবর্তন এনে তাদের আচার-আচরণে ও কর্মকাণ্ডে গণমুখী ও আধুনিক পুলিশী ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটানো।

১১. পুলিশ ও জনগণের ঐকান্তিক ও যৌথ প্রচেষ্টায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে একটি নিরাপদ, অপরাধমুক্ত ও শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে আইনের শাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

১২. পুলিশ ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং জনতাই পুলিশ এবং পুলিশই জনতা (The police are public and the public are police) নীতি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।

কমিউনিটি পুলিশিং এর ক্ষেত্র/কার্যক্রম ঃ

১. অপরাধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। সভা, সেমিনার, মতবিনিময়, র‍্যালী, লিফলেট, পোস্টার ও নানামুখী প্রচারণার মাধ্যমে অপরাধ বিরোধী জনমত ও গণসচেতনতা তৈরী করা যায়।

২. জনসম্মুখে বা প্রকাশ্যে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধীদের গ্রেফতার করে পুলিশে সোপর্দ করতে পারে।

৩. অপরাধ পরিস্থিতির নিয়মিত পর্যালোচনা করে বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির করণীয় সম্বন্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে এবং থানা পুলিশকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

৪. ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, গরু চুরি ইত্যাদি অপরাধের বিরুদ্ধে পুলিশের পরামর্শ ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

৫. অপরাধীদের উপস্থিতি, গোপন আস্তানা এবং অপরাধীদের অপরাধ কার্যাবলী বা অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতি ইত্যাদি সম্পর্কে গোপনে পুলিশকে সংবাদ দিতে পারে।

৬. মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা ও অপব্যবহার রোধে মাদক বিরোধী প্রচারণা এবং অপরাধ চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে এলাকাকে মাদকমুক্ত করার কর্মসূচী নিতে পারে।

৭. চোরাচালান, খাদ্যে ভেজাল এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী নেয়া যায়।

৮. কিশোর অপরাধ, বখাটে ছেলেদের উৎপাত, স্কুল ও কলেজগামী ছাত্রী ও যুবতী মেয়েদের রাস্তাঘাটে উত্যক্ত করা বন্ধ করার জন্য বখাটেদের চিহ্নিত করে তাদের অভিভাবক ও সমাজের মুরব্বীদের দ্বারা চাপ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এ সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধানের কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়।

৯. যৌন অপরাধ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কর্মসূচী গ্রহণ এবং এইডস্, অনিয়ন্ত্রিত যৌন মেলামেশা ও জনসংখ্যা বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

১০. ছোট-খাট অধর্তব্য অপরাধ যেমন-পারিবারিক বিরোধ, দাম্পত্য কলহ, জমি-জমা বা আর্থিক লেন-দেন সংক্রান্তে অভিযোগ, বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে বিবাদ ইত্যাদি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আপোষ-মীমাংসা করার দায়িত্ব নেয়া যায় এবং মীমাংসার পর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করতে পারে।

১১. নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম, নারী ও শিশু পাচার ও নারীর প্রতি বৈষম্য, বাল্য বিবাহ, যৌতুক ইত্যাদির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার কর্মসূচী নেয়া যায়।

১২. ধর্মীয় গোঁড়ামী বা অপব্যাখ্যা, বিতর্কিত ফতোয়া, হিল্লা বিবাহ

ইত্যাদির বিরুদ্ধে ইসলামী শিক্ষায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহায়তায় জনমত সৃষ্টি করা যায়।

১৩. সমাজের কোন সমস্যা যা জনগণকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং জনগণের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে সে সকল সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে পুলিশ ও জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪. সকল প্রকার সামাজিক সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়।

১৫. প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও দৈব দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে এসে সাহায্য সহযোগিতা ও সেবা প্রদানের কর্মসূচী রাখা যায়।

১৬. এলাকায় অপরাধ বৃদ্ধি পেলে কমিউনিটির উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে নৈশকালীন এবং ক্ষেত্রমতে দিবা প্রহরার জন্য প্রহরী নিয়োগ করে পেট্রোল স্কীম চালু করা যায়। এ সকল প্রহরী বা পেট্রোল ম্যান কমিউনিটি পুলিশিং এর দৃশ্যমান সেবা প্রদান অঙ্গ (organ) হিসেবে জনগণের সাথে কাজ করবে। তাদেরকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণেও ব্যবহার করা যায়।

১৭. বৃদ্ধ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের কল্যাণার্থে কর্মসূচী গ্রহণ।

১৮. কিশোর অপরাধের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিশু অধিকার ও শিশুর প্রতি পিতা-মাতা, পরিবারের সদস্য ও সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ।

১৯. গণমাধ্যমের সাথে পুলিশের সহযোগিতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ।

২০. মামলার বাদী, সাক্ষী ও ভিকটিমকে বিশেষ আইনী সহায়তা, ভীতি দূর করে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি এবং মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা দানের লক্ষ্যে প্রকল্প নেয়া যেতে পারে।

২১. মিথ্যা মামলা এবং নিরীহ লোককে হয়রানী করার ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করা ও তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া।

২২. কোন দরিদ্র লোক মামলায় জড়িয়ে গেলে তাকে আইনী সহায়তা প্রদান।

২৩. বিবিধ কর্মসূচী যা কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি জনস্বার্থ বলে বিবেচনা করবে।

কমিউনিটি পুলিশিং এর আইনগত ভিত্তি ঃ

কোন অধ্যাদেশ বা আইনের মাধ্যমে কমিউনিটি পুলিশের উদ্ভাবন না হলেও প্রচলিত আইনে স্থানীয়ভাবে কমিউনিটি পুলিশের কার্যক্রমে কোন বাধা নেই। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ ধারা মোতাবেক জনসাধারণের কতিপয় ক্ষেত্রে পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করার বাধ্যবাধকতা আছে। পুলিশ রেগুলেশনের ৩২ প্রবিধি মোতাবেক জনসাধারণের প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের পুলিশি কাজে সহায়তা চাওয়ার বিধান আছে। ফৌজদারী কার্যবিধি এবং পুলিশ রেগুলেশনের উল্লেখিত ধারার মর্মানুসারে পুলিশি কাজে জনগণের সহায়তা চাওয়া ও নেয়া বিধি সম্মত। কমিউনিটি পুলিশ হলো পুলিশকে সহায়তা করার জন্যে জনগণের একটি সংগঠিত শক্তি। কাজেই প্রচলিত আইনেই কমিউনিটি পুলিশের সমর্থন আছে। আমাদের দেশের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও গ্রামের গণ্যমান্য ও মাতব্বর কর্তৃক শালিসীর মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা প্রকারান্তে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থারই জনস্বীকৃত নিদর্শন।

কমিউনিটি পুলিশিং এর নীতি কথা ঃ

১. কমিউনিটি পুলিশিং একটি অরাজনৈতিক সেবাধর্মী কার্যক্রম। কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক বিতর্কের উর্দ্ধে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভবে কাজ করতে হবে।

২. সততা, নিষ্ঠা এবং সমাজ সেবায় প্রতিশ্রু তি (committed to social services) কমিউনিটি পুলিশিং এর মূল চালিকা শক্তি। ব্যক্তির হীনস্বার্থের উর্দ্ধে থেকে অপরাধ এবং সামাজিক অন্যায় ও অবিচার এর বির দ্ধে পুলিশের সহায়ক শক্তি হিসেবে যৌথভাবে কাজ করে সমাজ ও জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা কমিউনিটি পুলিশিং এর দর্শন।

৩. পুলিশ-জনতার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা কমিউনিটি পুলিশিং এর ধর্ম। পুলিশই জনতা এবং জনতাই পুলিশ (The police are the public and the public are the police) কমিউনিটি পুলিশিং এর নীতি।

৪. Prevention is better than cure. এ প্রবাদ বাক্যের মূল কথাই কমিউনিটি পুলিশিং এর মূল কথা। অর্থাৎ, অপরাধ সংঘটনের পূর্বে অপরাধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার নীতিই কমিউনিটি পুলিশিং এর নীতি। সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশিং প্রতিরোধমূলক পুলিশী ব্যবস্থা (proactive policing) নীতি অনুসরণ করে।

৫. জনগণ ও পুলিশের পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও শ্রদ্ধা (mutual confidence, understanding & respect) কমিউনিটি পুলিশিং এর সাফল্যের চাবিকাঠি।

কমিউনিটি পুলিশিং এর প্রতিবন্ধকতা ঃ

১. পুলিশ ও জনগণ উভয়েরই আছে সনাতনী মন-মানসিকতা। তারা পুরাতন পদ্ধতিতে কাজ করতে অভ্যস্থ হওয়ায় নতুন কিছু গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করে না। পুলিশ ও জনগণের এরূপ নেতিবাচক মনস্তাত্বিক দৃষ্টিভংগী কমিউনিটি পুলিশিং এর একটি বড় বাধা।

২. কমিউনিটি পুলিশিং সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণার অভাব।

৩. অধিকাংশ লোক নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিকার

থাকলে কর্তব্য থাকবে। যেমন- নিরাপত্তা বা শান্তিতে বসবাসের নাগরিক অধিকার ভোগ করতে হলে নাগরিকদেরকে পুলিশ ও প্রশাসনকে সহযোগিতা করাও তাদের কর্তব্য। কিন্তু জনগণের অনেকেরই এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেই যা কমিউনিটি পুলিশিং এর একটি প্রতিবন্ধকতা।

৪. জনগণ তাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের উপর নির্ভলশীল। জনগণের এমন ধারণাও আছে যে, পুলিশ ইচ্ছে করলে সবকিছুই করতে পারে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা পুলিশকে সহযোহিতার জন্য এগিয়ে আসতে চায়না।

৫. এক শ্রেণীর লোক পুলিশ বিদ্বেষী। তারা পুলিশকে কখনো সহায়তা করে না, পুলিশকে এড়িয়ে চলে এবং অন্যকে পুলিশের কাজে সম্পৃক্ত করতে নিরুৎসাহিত করে।

৬. পুলিশ সদস্যগণ জনগণকে কমিউনিটি পুলিশিং এর ধারণা দিতে এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় সময় ও শ্রম দেন না। তারা এটাকে বাড়তি ঝামেলা মনে করেন।

৭. কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ খাতে সরকারী অর্থের বরাদ্দ নেই এবং জনগণের নিকট হতে আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করা একটি কঠিন ব্যাপার। আমাদের দেশের জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সহজে ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করতে চায় না।

৮. কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়টি পুলিশের রুটিন ডিউটির অন্তর্ভুক্ত নেই। ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকায় পুলিশ সদস্যগণ দায়িত্ব মনে করে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমে ইপ্সিত শ্রম ও মেধা দেন না।

৯. পুলিশের উপর জনগণের আস্থা কম হওয়ায় পুলিশের কোন আহ্বানে জনগণ সহজে সাড়া দিতে চায় না। তাদের মধ্যে সন্দেহ কাজ করে।

১০. পুলিশের মধ্যে জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা আছে। জনগণের প্রত্যাশা ও মতামতের মূল্য অনেক পুলিশ সদস্যই দিতে চান না।

কমিউনিটি পুলিশিং বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

১. জনগণের মধ্যে কমিউনিটি পুলিশিং এর ধারণা ছড়িয়ে দেয়া এবং সকল শ্রেণী ও পেশার লোকদেরকে কমিউনিটি পুলিশিং এর সুফল সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে কমিউনিটি পুলিশিং এর প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

২. সমাজের গণ্যমান্য ও সুশীল সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে সর্বস্তরে অর্থাৎ ওয়ার্ড, এলাকা/মহল্লা, ইউনিয়ন, থানা ও জেলায় কমিউনিটি পুলিশিং এর কমিটি গঠন করে কমিটির মাধ্যমে প্রচারণা করে জনগণকে কমিউনিটি পুলিশিং সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে হবে এবং জনগণকে কমিউনিটি পুলিশিং কর্মসূচীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩. জনগণকে কমিউনিটি পুলিশিং সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়ার জন্য কমিউনিটি পুলিশিং এর উপর সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. পুলিশ সদস্যদের সনাতনী মনমানসিকতা ও গতানুগতিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে গণমুখী ও আধুনিক পুলিশিং ব্যবস্থার প্রতি ঝোঁক দিতে হবে। এ লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশিং সম্বন্ধে পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এবং সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী ও পুলিশ সদস্যদেরকে কমিউনিটি পুলিশিং সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে হবে যাতে কর্মক্ষেত্রে তারা কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা চালু ও প্রসারের জন্য স্বপ্রণোদিত হয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করে।

৫. কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সদস্যদের সাথে পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, তাদের পরামর্শ ও মতামত জনস্বার্থের অনুকূলে হলে তাতে গুরুত্ব দিতে হবে এবং কমিউনিটি পুলিশিং সংগঠনকে আপন ভাবতে হবে। বিভিন্নভাবে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে।

৬. কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভূমিকার মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতঃ কমিউনিটি পুলিশিংকে জনগণের নিকট গ্রহণীয় করতে হবে।

৭. সকল শ্রেণী ও পেশার লোকদেরকে কমিউনিটি পুলিশিং কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে হবে।

৮. ভৌগলিক অবস্থা, সামজিক মূল্যবোধ ও জনগণের চাহিদার আলোকে কর্মকৌশল অবলম্বন করে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে।

উপসংহার ঃ

পুলিশ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলেও স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশের কাজ সেবামুখী (service oriented) হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং এটা পুলিশ ও জনতা উভয়েরই প্রত্যাশা।

জনগণ পুলিশের সেবার সেবাভোগী গোষ্ঠী (target group)। পুলিশের সেবা জনগণ কিভাবে নিচ্ছে এবং জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী পুলিশ সেবা দিতে পারছে কিনা তা জানার জন্য পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন ও সম্প্রীতি স্থাপন অপরিহার্য। জনগণ সকল কাজেই পুলিশের উপস্থিতি ও সহায়তা চায়। পুলিশের কাজ না হলেও জনগণ পুলিশের নিকটই অভিযোগ করে তাৎক্ষণিক সেবা বা প্রতিকার পাওয়ার জন্য। সমাজে অপরাধের ধরণ, কৌশল ও মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিন দিন নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে পুলিশের কাজ এবং পুলিশের উপর জনগণের প্রত্যাশাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পুলিশের আছে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা। লোকবলের স্বল্পতা প্রকট। প্রতি ১৪০০ জন লোকের জন্য ১ জন পুলিশ। দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট, পরিবহণ, সাজ-সরঞ্জাম, কাজের পরিবেশ, বাসস্থান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে ঘাটতি ও প্রতিবন্ধকতা। পুলিশের মধ্যেও রয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের মনমানসিকতা। পুলিশের বিরুদ্ধে আছে ক্ষমতার অপব্যবহার, মানুষকে হয়রানী, অসদাচরণ ও দূর্নীতির অভিযোগ। এ সকল কারণে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

এমতাবস্থায়, পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করতে হলে পুলিশের মনমানসিকতা, আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে গ্রহণযোগ্য পরিবর্তন আনতে হবে এবং জনগণকে পুলিশের কাজে সম্পৃক্ত করে জনগণের প্রত্যাশা, মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে জনগণের সহায়তায় পুলিশী কার্যক্রম চালাতে হবে। আর এ ব্যবস্থাই হবে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা। পুলিশের কাজের সফলতা এবং জনগণের নিকট পুলিশের কাজের অনুমোদন ও সমর্থন পেতে হলে কমিউনিটি পুলিশিং এর বিকল্প নেই। পুলিশকে হতে হবে গণমুখী, সেবাধর্মী ও পেশাদার এবং একই সাথে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতার সেতুবন্ধন তৈরী করতে হবে যার সুফল জনগণ ও পুলিশ উভয়েই পাবে। একটি স্বাধীন দেশে ও গণতান্ত্রিক সমাজে জনগণ পুলিশের কাছে এটাই প্রত্যাশা করে।

অধ্যায়- ২

কমিউনিটি পুলিশিং এর সাংগঠনিক কাঠামো

কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য অপরাধ দমনে একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা। বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিটি পুলিশিং এর কমিটি গঠন করে কমিউনিটি পুলিশিং এর কার্যক্রম জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে এর সুফল পাওয়া সম্ভব। প্রতি জেলায়, প্রতিটি থানায়, প্রতিটি ইউনিয়নে, প্রতিটি ওয়ার্ড ও গুরু ত্বপূর্ণ এলাকায় কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। কমিটির রূ পরেখা নিম্নরূপ হতে পারে ঃ-

প্রতিটি কমিটির দু'টি অংশ থাকবে। একটি উপদেষ্টা পরিষদ এবং অপরটি কার্যকরী পরিষদ। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ৮/১০ জন হতে পারে এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৫ হতে ২০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ভাল। কার্য্যকরী পরিষদের একজন সভাপতি, একাধিক সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, একজন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, একজন দফতর সম্পাদক, একজন প্রচার সম্পাদক, একজন ক্যাশিয়ার এবং বাকীরা সাধারণ সদস্য।

কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সকল শ্রেণীর, সকল পেশার ও সকল ধর্মের লোক কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সদস্য হতে পারবেন।

কাদেরকে কমিটির সদস্য করা হবে ঃ

যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিক কমিউনিটি পুলিশিং এর সদস্য হওয়ার উপযোগী। তবে বির্তকিত ও টাউট প্রকৃতির লোক, চোরাকারবারী বা অবৈধ কাজের সাথে সম্পৃক্ত আছে বলে যাদের বিরু দ্ধে অভিযোগ আছে কিংবা যাদের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নেই, তাদেরকে কোন ক্রমেই কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সদস্য করা যাবে না। সকল পেশার প্রতিনিধি কমিটির মধ্যে থাকতে হবে।

গণ্যমান্য বয়স্ক লোকদেরকে উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়সের কর্মদ্যোগী ব্যক্তিদেরকে কার্যকরী কমিটির সদস্য করতে হবে।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য করা সমীচীন হবে।

সমন্বয় কমিটি ঃ

ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়নের সকল কমিটি হতে প্রতিনিধি নিয়ে একটি ইউনিয়ন কমিটি থাকবে। একইভাবে থানা লেভেলে থানা সমন্বয় কমিটি এবং জেলায় জেলা কমিটি থাকবে। বিভিন্ন কমিটির প্রতিনিধি ছাড়া বিশিষ্ট নাগরিকদেরকেও সমন্বয় কমিটির সদস্য করা যাবে। তবে এ সংখ্যা সমন্বয় কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার ৩০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির উপদেষ্টা হবেন। এএসপি সার্কেল থানা সমন্বয় কমিটির উপদেষ্টা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রধান সমন্বয়ক হবেন। জেলা প্রশাসক জেলা সমন্বয় কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক, পুলিশ সুপার প্রধান উপদেষ্টা এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা সমন্বয় কমিটির একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৮-১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।

মডেল কমিটি ঃ

কমিউনিটি পুলিশিং ইউনিট
১নং ওয়ার্ড অঞ্চল
ইউনিয়ন- কাজীপুর, থানা-কাজিপুর, জেলা- সিরাজগঞ্জ

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

১) জনাব .....
২) জনাব .....
৩) জনাব.....
৪) জনাব .....
৫) জনাবা .....
৬) জনাবা .....
৭) জনাবা .....

কার্যকরী কমিটি ঃ

সভাপতি জনাব .....
সহ সভাপতি জনাব .....
সহ সভাপতি জনাব .....
সহ সভাপতি জনাব .....
সাধারণ সম্পাদক জনাব .....
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব .....
দফতর সম্পাদক জনাব .....
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক (মহিলা) জনাবা .....
ক্যাশিয়ার জনাব .....
সদস্য জনাব .....
জনাব .....
জনাব .....
জনাব .....
মহিলা সদস্য জনাবা .....
মহিলা সদস্য জনাবা .....
মহিলা সদস্য জনাবা .....

ইউনিয়নের সমন্বয় কমিটি ঃ

আহবায়ক জনাব .....
সদস্য সচিব জনাব .....
সদস্য জনাব .....
সদস্য জনাব .....
সদস্য জনাব .....
সদস্য জনাব .....
মহিলা সদস্য জনাবা .....
মহিলা সদস্য জনাবা .....
মহিলা সদস্য জনাবা .....
উপদেষ্টা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... থানা

থানা সমন্বয় কমিটি ঃ

আহবায়ক জনাব .....
সদস্য সচিব জনাব .....
সদস্য জনাব .....
সদস্য জনাব .....
সদস্য জনাব .....
মহিলা সদস্য জনাবা .....
মহিলা সদস্য জনাবা .....
মহিলা সদস্য জনাবা .....
প্রধান সমন্বয়ক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা , ...থানা

উপদেষ্টা ঃ

(১) থানা নির্বাহী অফিসার
(২) সার্কেল এএসপি

জেলা সমন্বয় কমিটি ঃ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ জেলা প্রশাসক
প্রধান উপদেষ্টা ঃ জেলা পুলিশ সুপার
প্রধান সমন্বয়ক ঃ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
আহবায়ক ঃ জনাব.....
সদস্য সচিব ঃ জনাব .....
সদস্য ঃ জনাব .....
ঃ জনাব .....
ঃ জনাব .....
মহিলা সদস্য ঃ জনাবা .....
মহিলা সদস্য ঃ জনাবা .....
মহিলা সদস্য ঃ জনাবা .....

কমিটি গঠন প্রক্রিয়া ঃ

প্রথম কমিটি গঠন করার পূর্বে এলাকার সর্বস্তরের, সকল শ্রেণী ও পেশার লোকদের একটি বৃহৎ সমাবেশের আয়োজন করতে হবে। উক্ত সমাবেশে জনসাধারণকে কমিউনিটি পুলিশিং এর ধারণা দিতে হবে এবং এর সুফল ও ভাল দিক সম্বন্ধে বুঝিয়ে কমিউনিটি পুলিশিং ধারণার প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উক্ত সভায় কমিউনিটি পুলিশিং এর কমিটি গঠন করার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খসড়া কমিটি গঠনের দায়িত্ব দিতে হবে। দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খসড়া কমিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে এবং নিজ কৌশলে প্রস্তাবিত কমিটির সদস্যদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি চূড়ান্ত করবেন। পরবর্তীতে এলাকায় একটি বড় ধরণের আনুষ্ঠানিক উৎসবমুখর সমাবেশের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের পরিচিতির জন্য অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। এ সকল অনুষ্ঠানে পুলিশের বা প্রশাসনের উর্দ্ধতন অফিসারগণ বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি প্রধান বা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারেন।

প্রথম কমিটি গঠনের পর এক বছরের মধ্যে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। পরবর্তী সকল কমিটির কার্যকাল হবে ০২ (দুই) বছর। কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্যূন একমাস পূর্বে সাধারণ সদস্য (সাংগাঠনিক এলাকায় বসবাসকৃত বাসিন্দা যারা নির্বাচনী সভায় উপস্থিত থাকবেন) কর্তৃক নির্বাচন বা মনোনয়নের ভিত্তিতে কমিটি নির্বাচিত হবে। কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সদস্য হওয়ার মৌলিক গুণাবলী বা যোগ্যতা কমিটি গঠনের সময় বিবেচনা করা হয়েছে কিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচাই করবেন। ব্যত্যয় ঘটলে কমিটি থেকে বিতর্কিত ব্যক্তিকে বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই বাছাই (Veting) করার পর কমিটি চূড়ান্ত করতে হবে।

অধ্যায়- ৩

কমিউনিটি পুলিশিং এর গঠনতন্ত্র

ভূমিকা ঃ

অপরাধ আইন-শৃঙ্খলার প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক সমস্যা এবং এ সকল সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে জনগণের মতামত ও পরামর্শ আমলে এনে পুলিশ ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন, অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা তথা বহুবিধ সমস্যার সমাধান করে জনগণের অপরাধ ভীতি হ্রাস এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পুলিশ-জনতা যৌথভাবে কাজ করাই কমিউনিটি পুলিশিং।

জনগণের প্রত্যাশা ও চাহিদা মোতাবেক পুলিশী কার্যক্রম পরিচালনা এবং পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতার কার্যকরী সেতু বন্ধন তৈরীর জন্য কমিউনিটি পুলিশিং এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম অপরাধ দমনে পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি অরাজনৈতিক ও সেবাধর্মী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী ও সমাজসেবামুখী কিছু সংখ্যক লোককে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সকল ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনা করা আবশ্যক। এতে কাজের একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি পাবে।

প্রতিটি এলাকায় কমিউনিটি পুলিশিং এর কমিটি গঠন করে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যাবলী পরিচালনার জন্য একটি গঠনতন্ত্রের প্রয়োজন হবে। কমিউনিটি পুলিশিং এর গঠনতন্ত্র নিম্নরূপ হতে পারে।

গঠনতন্ত্র

সংজ্ঞা ঃ

কমিউনিটি পুলিশিং	ঃ পুলিশ ও জনগণের যৌথ প্রচেষ্টায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সামাজিক সমস্যাদি সমাধান ও নাগরিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের নামই কমিউনিটি পুলিশিং।
সংগঠনের নাম	ঃ কমিউনিটি পুলিশিং, ...অঞ্চল নামে অভিহিত হবে।
কার্য পরিধি	ঃ কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যপরিধি (Jurisdiction) নির্ধারণ হবে।
মনোগ্রাম	ঃ সংগঠনের একটি মনোগ্রাম থাকবে। জেলায় সকল অঞ্চলেই একই মনোগ্রাম ব্যবহৃত হবে। শুধু অঞ্চলের নাম পৃথক হবে। (পুলিশ সুপার সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ করে মনোগ্রাম নির্ধারণ করবেন যা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে।)
পতাকা	ঃ সংগঠনের একটি পতাকা থাকবে। বিভিন্ন থানায় বিভিন্ন রং এর পতাকা থাকবে। তবে পতাকার মাঝখানে কমিউনিটি পুলিশিং এর একই মনোগ্রাম থাকবে এবং মনোগ্রামের চতুর্দিকে কিংবা নীচে অঞ্চলের নাম উল্লেখ থাকবে। একই থানার সকল ইউনিয়নে এবং ইউনিয়নের অধীন ওয়ার্ড বা অন্য স্থানে কমিউনিটি পুলিশিং এর একই পতাকা থাকবে।

সদস্য ঃ

একটি নির্দিষ্ট এলাকার কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির আওতাধীন সকল পুর ষ ও মহিলা অধিবাসী উক্ত এলাকার কমিউনিটি পুলিশিং এর সুবিধাভোগী। সুবিধাভোগীদের মধ্যে যারা কমিউনিটি পুলিশিং তহবিলে নিয়মিত চাঁদা/আর্থিক অনুদান দিবেন তারা সকলেই সক্রিয় সাধারণ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

উপদেষ্টা ও নির্বাহী কমিটির সদস্য ঃ

২৫ বছর বয়স্ক এলাকার অধিবাসী যিনি বাংলাদেশের নাগরিক এবং আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত, দেউলিয়া, মানসিক বিকারগ্রস্থ হননি এবং বিভিন্ন অপরাধ বা দুর্নীতির কারণে জনগণের নিকট যার গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়নি এমন ব্যক্তি উপদেষ্টা ও কার্যকরী কমিটির সদস্য হতে পারবেন।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

আঞ্চলিক কমিটিঃ

কমিউনিটি পুলিশিং এর অঞ্চলভিত্তিক সাংগঠনিক কমিটির দুটি কাঠামো থাকবে – (১) উপদেষ্টা পরিষদ ও (২) নির্বাহী কমিটি বা কার্যকরী পরিষদ।

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৮-১০ জন হবে। তবে এলাকার বিশেষ কোন ব্যক্তি কমিউনিটি পুলিশিং সংগঠনে গুর ত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে মর্মে কার্যকরী কমিটি মনে করলে সেক্ষেত্রে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে নির্বাহী কমিটির সভায় তা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হতে হবে। এলাকার গণ্যমান্য ও বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক অথবা গুর ত্বপূর্ণ পদ বা অবস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হতে পারবেন।

নির্বাহী কমিটি/ কার্যকরী পরিষদ ঃ

নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৫-২০ এর মধ্যে হবে। তবে এলাকার উদ্যোগী, আগ্রহী এবং খ্যাতিসম্পন্ন কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অর্ন্তভুক্ত করতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে। তবে এ সংখ্যা ২৫ এর উর্দ্ধে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নির্বাহী কমিটি/ কার্যকরী পরিষদের রূপরেখা নিম্নরূপ হবে-

সভাপতি	- ১ জন
সহ- সভাপতি	- একাধিক
সাধারণ সম্পাদক	- ১ জন

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক - ২ জন
দপ্তর সম্পাদক - ১ জন
প্রচার সম্পাদক - ১ জন
ক্যাশিয়ার - ১ জন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক (মহিলা) - ১ জন
সাধারণ সদস্য (পুরুষ) - ৬ জন
সাধারণ সদস্য (মহিলা) - ৩ জন

কমিটির মেয়াদ ঃ

প্রথম কমিটির মেয়াদ হবে ১ (এক) বছর। কমিটি গঠনের তারিখ হতে ১ (এক) বছরের মধ্যে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে।

প্রথম কমিটির পর গঠিত সকল কমিটির মেয়াদ হবে ২ (দুই) বছর। ২ (দুই) বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই পরবর্তী কমিটি গঠন করতে হবে এবং দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নতুন কমিটি পুরাতন কমিটির নিকট হতে দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

এডহক কমিটি ঃ

কোন কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন কমিটি গঠন করা সম্ভব না হলে মেয়াদ উর্ত্তীণের সাথে সাথে পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে যাবে এবং এডহক ভিত্তিতে ১০ (দশ) জন সদস্যের একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করতে হবে। ৯০ দিনের মধ্যে নিয়মিত কমিটি গঠন করে আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত করতে হবে।

কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া ঃ

আঞ্চলিক বা এলাকা ভিত্তিক প্রথম কমিটি গঠনের পূর্বে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সকল পেশা ও সকল শ্রেণীর লোকের একটি বড় ধরণের সভা করে কমিউনিটি পুলিশিং এর ধারণা দিবেন এবং এর সুফল সম্বন্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন। তিনি ঐ সভায়ই সাংগঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে জনগণকে ধারণা দিবেন এবং কতিপয় ব্যক্তিকে কমিটির প্রস্তাব তৈরি করে তার

নিকট দাখিলের দায়িত্ব দিবেন। কমিটির প্রস্তাব পাওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কমিটির সদস্যদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিবেন এবং কোন বিতর্কিত লোক অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকলে অথবা কোন বিতর্কিত লোক অন্তর্ভুক্ত থাকলে তাকে বা তাদেরকে বাদ দিয়ে বা তাদের স্থলে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি চূড়ান্ত করার মতামত দিবেন।

১ম কমিটির পরবর্তী কমিটি ঃ

প্রথম কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী কমিটি দায়িত্ব নিবে। পরবর্তী কমিটি গঠনের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তিন সদস্যের একটি নির্বাচক মন্ডলী গঠন করবেন। উক্ত নির্বাচক মন্ডলী সাধারণ সদস্য ও এলাকার সেবাভোগীদের সভা ডেকে উক্ত সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠনের প্রস্তাব তৈরী করবেন। সভায় এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীদের এক-চতুর্থাংশ লোকের উপস্থিতি থাকা আবশ্যক হবে। কমিটির প্রস্তাব ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচাই বাছাই করে কমিটি চূড়ান্তের মতামত দিবেন।

সমন্বয় কমিটি ঃ

ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি ঃ

প্রতি ইউনিয়ন, থানা এবং জেলা পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি থাকবে। ইউনিয়নের মধ্যে গঠিত সকল কমিটি সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। সমন্বয় কমিটি একটি আহবায়ক কমিটি হবে। একজন আহবায়ক, একজন সদস্য সচিব এবং বাকীরা সদস্য হবেন। সমন্বয় কমিটিতে কমিটিগুলোর প্রতিনিধি ছাড়া বিশিষ্ট নাগরিকদের সংখ্যা সমন্বয় কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার ৩০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

থানা সমন্বয় কমিটি ঃ

প্রতি থানায় সমন্বয় কমিটি থাকবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির সাথে আলাপ করে প্রত্যেক ইউনিয়ন হতে প্রতিনিধি নিয়ে থানা সমন্বয় কমিটি গঠন করবেন। থানা সমন্বয় কমিটিও আহবায়ক কমিটি হবে।

কমিটিগুলোর প্রতিনিধি ছাড়া বিশিষ্ট নাগরিকদের সদস্য সংখ্যা সমন্বয় কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার ৩০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার থানাধীন কমিউনিটি পুলিশিং এর সকল ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির উপদেষ্টা হবেন। তিনি থানা সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়কও হবেন।

থানা নির্বাহী অফিসার থানা সমন্বয় কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন এবং সার্কেল এএসপি প্রধান উপদেষ্টা হবেন।

সাব-ইন্সপেক্টর/সার্জেন্ট এক বা একাধিক ইউনিয়নে কমিউনিটি পুলিশিং লিয়াঁজো অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

জেলা সমন্বয় কমিটি ঃ

সার্কেল এএসপি ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এবং থানার সমন্বয় কমিটির আহবায়ক ও সদস্য সচিবদের সাথে আলোচনা করে পুলিশ সুপার জেলা সমন্বয় কমিটি গঠন করবেন। জেলা সমন্বয় কমিটিও একটি আহবায়ক কমিটি হবে। অর্থাৎ একজন আহবায়ক, একজন সদস্য সচিব এবং বাকীরা সদস্য হবেন। কমিটিগুলোর প্রতিনিধি ছাড়া বিশিষ্ট নাগরিকদের সদস্য সংখ্যা সমন্বয় কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার ৩০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক কমিউনিটি পুলিশিং এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, পুলিশ সুপার প্রধান উপদেষ্টা এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রধান সমন্বয়ক হবেন।

সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি ঃ

একজন সদস্য কমিটির সভাপতির নিকট লিখিত ইস্তফা দিয়ে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাইতে পারবেন। নির্বাহী কমিটির সভায় আলোচনার ভিত্তিতে তার ইস্তফা পত্র গৃহীত হবে।

শৃঙ্খলা বিষয়ক ঃ

কমিটির সকল সদস্য জনসেবায় ব্রতী হয়ে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সকল প্রকার লোভ, লালসা, ক্ষোভ, দ্বেষ ও ব্যক্তিগত হীন স্বার্থের উর্দ্ধে থেকে কর্তব্য পালন করবেন।

কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে কমিটির সভাপতি অনতিবিলম্বে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তদন্তের দায়িত্ব দিবেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কোন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার নিকট কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করলে তিনিও তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে নির্বাহী কমিটির সভায় তা উত্থাপিত হবে এবং দায়ী ব্যক্তির সদস্য পদ স্থগিত বা সদস্য পদ বাতিল বা কমিটি হতে অপসারণ করা যাবে। তবে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মতামত নিতে হবে। আঞ্চলিক বা এলাকা ভিত্তিক কমিটির বা ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে সংশ্লিষ্ট সদস্য থানা সমন্বয় কমিটির আহ্বায়কের নিকট ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল করতে পারবেন। সমন্বয় কমিটির সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে আপীল সিদ্ধান্ত হবে। থানা সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলী ঃ

উপদেষ্টা পরিষদ নিজেরা সভা করে নির্বাহী কমিটিকে উপদেশ ও পরামর্শ দিতে পারবে। নির্বাহী পরিষদ উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ পরবর্তী সভায় আলোচনা করবেন এবং বাস্তবতার আলোকে সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হলে তা আমলে এনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য/সদস্যবৃন্দ নির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত থেকে তার/তাদের পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। নির্বাহী কমিটির সকল সভার নোটিশ উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্যকে দিতে হবে।

নির্বাহী কমিটির কার্যাবলী ঃ

- অপরাধ দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে ও তা বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ নিবে।

- অপরাধ দমন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ প্রশাসনকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবে।
- দায়িত্বাধীন এলাকার অপরাধ চিত্র পর্যালোচনা করে নিজেদের করণীয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান করবে।
- পুলিশ প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কার্যকরী কর্মপন্থা গ্রহণ করবে।
- সামাজিক সমস্যা, সামাজিক অপরাধ, অন্যায়, অবিচার ও সমাজের সকল ধরণের সামাজিক অসঙ্গতির বিরূদ্ধে প্রশাসনের সহায়তায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।
- অপরাধ, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরূদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টি করবে।
- সদস্যদের শৃঙ্খলা বিরোধী বা সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপন্থী কাজের বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- অপরাপর সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

সভাপতির দায়িত্ব ঃ

১. নিয়মিত সভা আহ্বান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ করবেন।
২. জরূরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করবেন।
৩. আয়-ব্যয়ের অনুমোদিত হিসাব স্বাক্ষর করবেন।
৪. ক্যাশিয়ার ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত ব্যাংক বা আর্থিক লেন-দেন বিধি মোতাবেক অনুমোদন করবেন।
৫. তিনি কমিউনিটি পুলিশিং এর যাবতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মকাণ্ড, সম্প্রসারণ, গণসচেতনতা সৃষ্টি, পুলিশ প্রশাসনের সাথে জনগণের সেতু বন্ধন তৈরী ইত্যাদি কাজ সম্পন্নের জন্য নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য ও জনগণের সহায়তার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সহ-সভাপতির দায়িত্ব ঃ

তিনি নিয়মিত সভায় যোগদান করবেন এবং সকল কাজে সভাপতিকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে বা সভাপতির নির্দেশে ১ম সহ-সভাপতি এবং ১ম সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে ২য় সহ-সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

১. সংগঠনের সকল নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন।
২. সভাপতির সাথে আলোচনা করে সভাপতির সম্মতিতে সভা আহ্বান করবেন।
৩. সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিবেন।
৪. কমিটির সভায় কোষাধ্যক্ষের সহযোগিতায় আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করবেন।
৫. বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদন, পরিকল্পনা ও বাজেট উপস্থাপন করবেন।
৬. সাংগঠনিক কার্যাবলী ও কমিউনিটি পুলিশিং প্রসারের পদক্ষেপ নিবেন।

যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

১. তিনি সাধারণ সম্পাদককে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবেন।
২. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক বা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ঃ

১. তিনি আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।
২. ভাউচার ও লেন-দেনের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
৩. সংগঠনের আর্থিক বিষয়ে সকল দায়-দায়িত্ব পালন করবেন।
৪. ব্যাংকের সাথে লেন-দেন বা যোগাযোগ রাখবেন।
৫. সংগঠনের অর্থের অপচয় ও দূর্নীতি রোধের সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

১. সংগঠনের দাপ্তরিক কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।
২. সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও বিলিবণ্টন করবেন।
৩. সভার নোটিশ লিখবেন ও জারি করবেন।
৪. সকল রেকর্ডপত্র হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করবেন।
৫. নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

১. কমিউনিটি পুলিশিং এর ধারণা ও এর সুফল জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা নিবেন।
২. কমিউনিটি পুলিশিং সম্বন্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও গণসচেতনতার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, কৌশল গ্রহণ ও প্রচারের ব্যবস্থা নিবেন।
৩. পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট তথা সকল প্রকার মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।
৪. নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব ঃ

কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা কার্যকর করা ও এর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সকল পরামর্শ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবেন।

প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টার দায়িত্ব ঃ

কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা কার্যকর করা, এর প্রসার, সাংগঠনির বিষয় এবং কমিউনিটি পুলিশিং সম্বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং বিবিধ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন।

প্রধান সমন্বয়ক ও সমন্বয়কের দায়িত্ব ঃ

তিনি দায়িত্বাধীন এলাকার সকল কমিটির সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করবেন। বিভিন্ন কমিটির সুবিধা, অসুবিধা ও সার্বিক কার্যক্রম সম্বন্ধে দেখাশুনা করবেন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন এবং সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয় ঘটাবেন।

সমন্বয় কমিটির কার্যাবলী ঃ

সমন্বয় কমিটি অধীনস্থ কমিটির কার্যক্রম তদারক করবে। তাদের মধ্যে কাজের সমন্বয় করবে। নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিবে এবং অধঃস্তন কমিটির পরামর্শক হিসেবেও কাজ করবে। অধীনস্থ কমিটির কোন সদস্যকে শাস্তি প্রদান করা হলে সমন্বয় কমিটির কাছে আপীল করা যাবে এবং সমন্বয় কমিটি আপীল শুনানী করে প্রয়োজনীয় আদেশ দিবে। সমন্বয় কমিটির আদেশই চূড়ান্ত। থানা সমন্বয় কমিটি আঞ্চলিক ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির আপীলিং অথরিটি। জেলা সমন্বয় কমিটি থানা কমিটির আপীলিং অথরিটি। সমন্বয় কমিটি অধীনস্থ কমিটির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে তদন্তের ব্যবস্থা করবে।

তহবিল গঠন ঃ

কমিউনিটি পুলিশিং এর সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি তহবিল থাকবে। নিম্নবর্ণিত উৎস হতে তহবিলের অর্থ সংগ্রহ করা যাবে ঃ-

১. সদস্যদের নিকট হতে চাঁদা বা আর্থিক অনুদান (চাঁদার হার কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে)।
২. সেবাভোগী বা অধিবাসীদের নিকট হতে এককালীন অনুদান।
৩. যে কোন ব্যক্তির নিকট হতে অনুদান।
৪. সরকারী, বেসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আর্থিক অনুদান।
৫. বিজ্ঞাপন ও অন্য কোন প্রচারণার উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ।
৬. কোন বাণিজ্যিক বা আয়ের উৎস সৃষ্টি করে অর্থ সংগ্রহ।

তহবিল সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ

কমিউনিটি পুলিশের সকল স্তরের আয়-ব্যয়ের হিসাব ক্যাশ বইতে সংরক্ষণ করতে হবে। কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষরে রশিদে অনুদানের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করার পর তা সংশ্লিষ্ট কমিটির ব্যাংক একাউন্টে জমা হবে। সকল স্তরেই সংশ্লিষ্ট কমিটির নামে স্থানীয় যে কোন তফসিল ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব/একাউন্ট খুলতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এ তিন জনের স্বাক্ষরে হিসাব খোলা হবে। তবে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর এবং সভাপতি অথবা সম্পাদক (দু'জনের মধ্যে যে কোন একজনের) যৌথ

স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হতে হবে। প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সার্বিক হিসাব অডিট রিপোর্টসহ অনুমোদন করতে হবে। দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর জন্যে নির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত অংকের অর্থ কোষাধ্যক্ষের হাতে মজুদ রাখতে পারবেন।

তহবিল অডিট ঃ

অর্থ বছর শেষে কার্যনির্বাহী কমিটি ৩ সদস্য বিশিষ্ট অডিট টীম গঠন করে অডিটের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন সংরক্ষণ এবং তা কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ও বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবে। কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার অডিটর দ্বারাও অডিট করানো যাবে। নির্বাহী কমিটি এ ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিবে ও অডিটরদের সম্মানী তহবিল থেকে মেটানো হবে।

সভার নিয়মাবলী ঃ

(ক) **বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ** সাধারণ সদস্যদের নিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সভা বছরে একবার হবে।

(খ) **কার্যনির্বাহী কমিটির সভাঃ** নির্বাহী কমিটি ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হবেন।

(গ) **সমন্বয় কমিটির সভা ঃ** জেলা ও থানা সমন্বয় কমিটি ৩ মাসে একবার সভায় মিলিত হবেন।

(ঘ) **বিশেষ জরুরী সভা ঃ** জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি এ সভা আহ্বান করবেন।

(ঙ) **তলবী সভা ঃ** যদি কোন কমিটির সভাপতি/সম্পাদক নির্ধারিত সভা বিনা অজুহাতে আহ্বান থেকে দীর্ঘ দিন বিরত

থাকেন, তাহলে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে তলবী সভা আহ্বান করা যাবে।

(চ) **সভার কোরাম ঃ** সকল কমিটির সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম বলে গণ্য হবে।

(ছ) সাধারণ সভা কমপক্ষে ১০ দিন, নির্বাহী কমিটির সভা ৫দিন এবং জরুরী/বিশেষ সভা ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আহ্বান করা যাবে।

সভায় অনুপস্থিতি ঃ

কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকবে। সভাপতির স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্টকে জানিয়ে দিতে হবে এবং অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা চাইতে হবে। নির্বাহী কমিটির সভায় ব্যাখ্যা আলোচনা করে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভাপতি পরবর্তী পদক্ষেপ নিবেন।

গঠনতন্ত্রের সংশোধন ঃ

১) ওয়ার্ড/মহল্লা/আঞ্চলিক কমিটি ঃ

ওয়ার্ড/মহল্লা/আঞ্চলিক কমিটি উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভা ডেকে গঠনতন্ত্রের সংশোধনের প্রস্তাব আনতে পারবে। নির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে সংশোধনী প্রস্তাব পাশ হতে হবে এবং উহা সাধারণ সদস্য এবং দায়িত্বাধীন এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক অধিবাসীদের ১/৮ (এক অষ্টমাংশ) উপস্থিত থাকলে উপস্থিত জনগণের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সংশোধনীতে সমর্থন দিলে পরবর্তীতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতি ও মতামতের ভিত্তিতে থানা সমন্বয় কমিটি গঠনতন্ত্র সংশোধনের (অর্থাৎ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন) চূড়ান্ত অনুমোদন দিবে।

সমন্বয় কমিটি ঃ

থানা সমন্বয় কমিটির গঠনতন্ত্র থানা সমন্বয় কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সার্কেল এ,এস,পি-এর মতামতের ভিত্তিতে জেলা সমন্বয় কমিটির সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে জেলা পুলিশ সুপার সংশোধনীর চূড়ান্ত অনুমোদন দিবেন।

জেলা সমন্বয় কমিটি ঃ

জেলা সমন্বয় কমিটির উপদেষ্টা পরিষদ এবং আহ্বায়ক কমিটির সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা যাবে।

-ঃ শেষ ঃ-